ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৩১
আগরতলা,০৬ অক্টোবর, ২০২৩

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী

রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

আগামী ২০৭০ সালের মধ্যে দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ত্রিপুরায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি জানান, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে গতকাল নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর কে সিং ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সচিবের উপস্থিতিতে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে রাজ্যগুলির বিভিন্ন প্রস্তাব ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সরকারের বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগসমূহ বৈঠকে তুলে ধরা হয়। তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বেশিরভাগই গ্যাস ভিত্তিক। কিন্তু গ্যাস ও কয়লা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এই ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন করতে হলে ২০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি জানান, এই মর্মে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির জন্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হবে। এর ফলে ত্রিপুরাও এই প্রকল্পর সুবিধা পাবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের সবকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাড়িতে ধীরে ধীরে রুফটপ সোলার প্যানেল বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও সোলার পার্ক তৈরী, ফ্লোটিং সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, হাইড্রো পাম্প স্টোরেজ স্থাপন, কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য সৌর বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার, সোলার ভিলেজ, সোলার সিটি গড়া, স্মল হাইড্রো প্রকল্প, ইলেকট্রিক চালিত গাড়ির ব্যবহার ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা তিনি তুলে ধরেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ৩টি মহকুমায় অফগ্রীড পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২৪০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার, ৩০০ টি গ্রামকে গ্রীন ভিলেজে উন্নত করা, সোলার কোল্ড স্টোরেজ, সোলার ড্রায়ার, সোলার ভিত্তিক কমিউনিটি ওয়াটার পিউরিফিকেশনের ব্যবস্থা, সোলার মাল্টিপারপাস ফুড প্রসেসার, সোলার টেক্সটাইলস লুম ইত্যাদি সরকারের পদক্ষেপ সমূহ তথ্য সহকারে প্রস্তাবিত আকারে বৈঠকে উত্থাপন করা হয় বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৩,৩৩৫ টি বিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ সোলার স্টাডি ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। আরও ৩ লক্ষ ৫০ হাজার দেওয়া হবে। ১০১২টি বাজার, ৯৯৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে যথাক্রমে ১৫ হাজার ও ২৯,০০০ সোলার স্ট্রীট লাইট দেওয়া হয়েছে। আরও ৫০ হাজার স্ট্রীট লাইট লাগানোর লক্ষ্যম্যত্রা নেওয়া হয়েছে। ৭টি সোলার পিউরিফায়ার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেবেন বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রেডার অধিকর্তা মহানন্দ দেব্বর্মা উপস্থিত ছিলেন।

*****